Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ফার্সি ভাষায় নজরুল স্মারক গ্রন্থ

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.10
Pages	183-195
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
৩৮ বর্ষ : সংখ্যা ২

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয় :

ফার্সি ভাষায় নজরুল স্মারক গ্রন্থ

আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ

গুযীদেয়ে আহওয়াল *তা জ-সা-রে কাজী নজরুল ইসলাম* (শায়েরে মিল্লীয়ে বাংলাদেশ)। অনুবাদ : মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী। সম্পাদনা : কাশেম কাহদূরী। প্রকাশক . ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা। অক্টোবর ১৯৯৫।

প্রভাষক, উর্দু ও ফার্সি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থটির নাম *গুযীদেয়ে আহওয়াল ভা অ-সা-রে কাজী নজরুল ইসলাম (শায়েরে মিল্লীয়ে বাংলাদেশ)*; বাংলায় (*বাংলাদেশের জাতীয় কবি*) *কাজী নজরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও নির্বাচিত কবিতা প্রকাশক* : ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা। প্রকাশকাল : অক্টোবর ১৯৯৫।

ফার্সি ভাষায় লিখিত এ গ্রন্থটির সংকলন ও অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী এবং তাকে সহযোগিতা করেছেন ড. কুলসুম আবুল বাশার। সম্পাদনা করেছেন ড. কাজেম কাহদূয়ী এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব আলী আভারসাজী। ইরানের প্রেসিডেন্ট হুজ্জাতুল ইসলাম ওয়াল মোসলেমীন জনাব আকবার হাশেমী রাফসানজানীর বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় সফর উপলক্ষে ঢাকাস্থ ইরানি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বইটি প্রকাশ করে।

এক

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ইরানের সঙ্গে উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১১০০ সালে আর্যদের একটি অংশ সমরখন্দ ও বোখারা হয়ে ইরানে প্রবেশ করে এবং অপর একটি অংশ খাইবার গিরীপথ হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে। মূলত সে সময় থেকেই ইরানের সাথে উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সম্পর্কের সূচনা হয় [সালিম নেসারি ১৩২৮ : ২]। ইরানের প্রাচীন ভাষা আভেস্তা ও এতদঞ্চলের প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত-এর মধ্যে বিরাজমান সাযুজ্য এ প্রাচীন সম্পর্কেরই আর এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। উল্লেখ্য যে, যারতুশ্‌ত-এর সময় (খৃস্টপূর্ব ৭০০-১১০০) ইরান ও উপমহাদেশের জনগণের ভাষা পরস্পরের কাছাকাছি ছিল।

ইরানে আশকানী সম্রাটদের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২৪৯-২২৬) এ সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় এবং সাসানী সম্রাটদের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২২৬-৬৫২ খ্রিস্টাব্দ) স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়। যেমন :

১। সম্রাট আনুশেরওয়ানের দরবারে *পঞ্চতন্ত্র* গ্রন্থের পাহ্‌লভি ভাষায় অনুবাদ।

২। ইরানিদের সহায়তায় উপমহাদেশে নতুন নতুন শহর ও অট্টালিকা নির্মাণ।

৩। পারস্পরিক বিবাহবন্ধন ও সফর। উল্লেখ্য যে, বাহরাম গোর ভারত সফরে [ইবনে বালখী- : ৯৭] এসে ভারতীয় মহিলার আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রালা 'মী ১৯৬২ : ১০৯৮-৯৯] বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন [মাজ মালত্তা ওয়ারিখ ১৯৩৯ : ৭৫]।

৪। সাসানীদের দরবারে ভারতীয় অনুবাদকদের উপস্থিতি [আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে রালা 'মী ১৯৬২ : ১০৯৮-৯৯]

ইসলামের আবির্ভাবের পরে সাসানিদের পাহ্লভি ভাষা বর্তমানে প্রচলিত ফার্সিতে রূপান্তরিত হয়। এ পর্যায়ে বণিক ও সূফী দরবেশদের মাধ্যমে অত্র এলাকায় ফার্সি ভাষা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। অতঃপর মুসলিম শাসকদের ভারতে অভিযান ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ফার্সি অত্র এলাকার রাষ্ট্রীয় ও দরবারী ভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং দ্রুত উপমহাদেশব্যাপী বিস্তার লাভ করে [আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ ১৯৯৩ : ১৮৭]।

দিল্লীর সম্রাট কুতুবউদ্দীন আইবেক-এর সিপাহ্সালার ইখতিয়ারউদ্দীন মোহাম্মদ বিন বাখ্তিয়ার খাল্জী (১২০১-১২০৩) বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় থেকেই ফার্সি এতদঞ্চলের দরবারী ভাষার মর্যাদা লাভ করে। তিনিই বাংলাদেশের উত্তর এলাকায় রংপুর ও দিনাজপুরে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন থেকেই এ এলাকায় আরবি ও ফার্সি শিক্ষার সূচনা হয় [আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ ১৯৯৩ : ১৯১]।

উল্লেখ্য যে, ফার্সি ৬০০ বছরেরও অধিক সময়ব্যাপী অর্থাৎ খাল্জীদের সময় থেকে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের পূর্ব পর্যন্ত (১৮৩৭ খ্রি.) এ এলাকার রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। এ দীর্ঘসময়ে এ অঞ্চলের হাজার হাজার কবি ফার্সি ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন এবং হাজার হাজার গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে এ সমস্ত কর্মের নিদর্শনাবলি হস্তলিপি অথবা মুদ্রিত গ্রন্থের আকারে উপমহাদেশের লাইব্রেরিসমূহে সংরক্ষিত আছে [আবু মূসা মোঃ আরিফ বিল্লাহ ১৯৯৩ : ১৯২] এছাড়াও ইংরেজ আমলে *সুলতানুল আখবার* ও *দুরবীনসহ* চার/পাঁচটি ফার্সি পত্রিকা কলিকাতা থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হওয়া থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ফার্সি রাজদরবার ও সাহিত্যচর্চার পরিধি অতিক্রম করে সাধারণ মানুষের ভাষায় পরিণত হয়েছিল।

দুই

ঢাকাস্থ ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কালচারাল কাউন্সিলর জনাব আলী আভারসাজীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রণীত ও প্রকাশিত আমাদের মহান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য বিষয়ক এ-গ্রন্থটি একদিকে যেমন ইরানের সঙ্গে আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীন সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, অপরদিকে তেমনি বাংলাদেশে ফার্সি চর্চার সোনালী অতীতের দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। নিঃসন্দেহে এটি একটি মহৎ উদ্যোগ। এর ফলে আমাদের ঐতিহ্যের পশ্চাৎভূমির নতুন আঙ্গিকে বিবেচনা করার সুযোগ ঘটবে বলে আমি মনে করি।

এ অনুবাদকর্মের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের উত্তারাধিকার ও ঐতিহ্যের আন্তর্জাতিকতা। কেননা মধ্যযুগের সুলতানি আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত আমাদের কবি-সাহিত্যিকগণ ইরানি কবিদের অনেক গ্রন্থের অনুবাদ করে আমাদের মৌলিক সাহিত্য চেতনায় স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। এভাবেই সাদী, হাফিজ, খৈয়াম, নিজামী, আত্তার ও রুমীর সাথে আমরা পরিচিত হয়েছি। সুলতানি আমলে শাহ্ মুহাম্মদ সগীরের *'ইউসুফ জোলেখা'* যেভাবে গিয়াসুদ্দীনের দরবারকে আলোকিত করেছিলো আজকের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যুগে এসেও মনির উদ্দীন ইউসুফ কর্তৃক মহাকবি ফেরদৌসির শাহ্নামার বাংলা অনুবাদ এবং বাংলা একাডেমী থেকে এর প্রকাশ আমাদের সাহিত্যিক পরিমণ্ডলকে সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু নজরুলের উপর ফার্সি ভাষায় লিখিত বই এক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। এতে আমাদের-জাতীয় কবিকে ইরানের জনগণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। ফার্সি ভাষায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন বাঙালি কবির উপর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

জনাব আভারসাজীর তিন পৃষ্ঠা বিশিষ্ট একটি ভূমিকা দিয়ে বইটি শুরু হয়েছে। ভূমিকায় তিনি নজরুলের অসাধারণ কাব্যপ্রতিভা, উপমহাদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ চিহ্নিতকরণ ও মুসলিম জাগরণে তাঁর অবদানের উপর আলোকপাত করে বলেন :

> নজরুলের মন মাতানো কবিতায় বাংলার বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের আকুতির প্রতিফলন ঘটেছিলো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এতদঞ্চলের জনগণের উত্থান ও জাগরণের ক্ষেত্রে এ মহান কবির ভূমিকা কিছুতেই বিস্মৃত হওয়ার মত নয়।

ভূমিকার পর বইটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি বিভাগের ভিজেটিং প্রফেসর ড. কাজেম কাহদূয়ী "বাংলার বুলবুল নজরুল স্মরণে" শীর্ষক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় নজরুল প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন :

> নজরুলের কবিতা দায়িত্ব চেতনা ও মুক্তির জয়গানে মুখরিত। তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বিশেষ কোনো পুরস্কারে ভূষিত হওয়া থেকে শিকল পরা ও বন্দীদশাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এরপর ৫৮ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট জীবনী অংশ শুরু হয়েছে। এ অংশের সূচনায় নজরুল প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। অতঃপর কবির জন্ম, কাজী উপাধি, শিক্ষা দীক্ষা, সৈনিক জীবন, কলিকাতায় নজরুল, সাংবাদিকতা, বিবাহ, বিদ্রোহী নজরুল, বিপ্লবী নজরুল, কারাগারে নজরুল, রাজনীতির ময়দানে কবি,

নজরুলের জীবনে বুলবুল, নজরুলের জাতীয় সংবর্ধনা, বাংলাদেশে নজরুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি লিট ডিগ্রী, বাংলা সাহিত্যাকাশের সূর্যের অন্তর্ধান, জানাযা ও দাফন' এবং এক নজরে নজরুলের জীবনী ইত্যাদি উপশিরোনামে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে নজরুলের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। জীবনী অংশের পর শুরু হয়েছে নির্বাচিত গান ও কবিতার ফার্সি অনুবাদ পর্ব।

এ পর্বে সর্বমোট ২০টি গান ও কবিতা স্থান পেয়েছে। অনুদিত প্রতিটি গান ও কবিতার প্রথম চরণ নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো :

- আল্লাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়
- সাহারাতে ফুটলরে ফুল রঙিন গুলে-লালা
- তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে
- দীন দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি
- আয় মরু-পারের হওয়া নিয়ে যারে মদীনা
- বাজল কিরে ভোরের সানাই নিদ-মহলার আঁধার পুরে
- তুমি আমায় ভালোবাস তাই তো আমি কবি
- আজি গানে গানে ঢাকব আমার গভীর অভিমান
- আঁখিবারি আঁখিতে থাক, থাক ব্যথা হৃদয়ে
- খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রই পড়ে
- আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান
- ওগো প্রিয়তম! এত প্রেম দিওনা গো, সহিতে পারি না আর
- বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি-দোল
- রাখিসনে ধরিয়া মোরে, ডেকেছে মদিনা আমায়
- মোহরমের চাঁদ এলে কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়
- ভুবন-জয়ী তোরা কি হায় সেই মুসলমান
- লাইলী তোমার এসেছে ফিরিয়া
- চক্ষে আমার কাবার ছবি
- দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
- নাই তাজ (ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম)

অনুবাদ পর্বের পর 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম'-এ ব্যবহৃত ফার্সি ও আরবি শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

তিন

মূলতঃ বাংলা সাহিত্যে প্রায় ৭০০০ আরবি-ফার্সি শব্দ প্রচলিত রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে নজরুলই প্রথম ফার্সি ও ইসলামি শব্দ ও পরিভাষা

ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। নজরুল জালালুদ্দীন রুমী, ওমর খৈয়াম, হাফিজ ও ইকবালের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছেন। বিশেষত হাফিজ ও খৈয়ামের ন্যায় ফার্সি কবিদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন।

বইটির সবশেষে স্থান পেয়েছে জনাব আভারসাজীর ভূমিকা ও ড. কাহদূয়ীর সংক্ষিপ্ত আলোচনার বঙ্গানুবাদ। বইয়ের মূল আঙ্গিকের সঙ্গে এ বঙ্গানুবাদ অসামঞ্জস্য মনে হয়। কেননা বইটি ফার্সি ভাষা-ভাষীদের জন্য লিখিত হয়েছে। সুতরাং একটি বা দুটি অংশের বঙ্গানুবাদ অনেকটাই অনাকাঙ্ক্ষিত।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ঘটনাবহুল জীবনী একদিকে যেমন সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জল, অপর দিকে তেমনি সাগরের মতো বিশাল। তিনি শোক-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, হাসি-কান্না অতিক্রম করে নিয়তির কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। দুর্দিনে বিষের বাঁশি বাজিয়েছেন। "বিদ্রোহী" কবিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও সকল ধরনের পরাধীনতার বিরুদ্ধে তার রুদ্রবিস্ফোরণ এবং অগ্নিবীণায় জ্বালিয়েছেন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। ধুমকেতু তার বিপ্লবী মনের সাহসী পদক্ষেপ। আলোচ্য গ্রন্থে জাতীয় কবির এ বিশাল জীবনের বিভিন্ন দিক মাত্র ৫৪ পৃষ্ঠায় তুলে ধরা হয়েছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় স্বভাবতই কবিকে যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা যায়নি। উল্লেখযোগ্য যে এ গ্রন্থে কবি নজরুলকেই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, গল্পকার ও ঔপন্যাসিক নজরুলকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এ বিষয়ে দু'এক লাইন (পৃ. ১৮) উল্লেখ ছাড়া ছাড়া তেমন কোনো আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পায়নি।

এছাড়াও গ্রন্থে বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ক্ষেত্রে অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিম্নে সংক্ষেপে ধারাবাহিকভাবে তার উল্লেখ করা হলো।

জীবনী অংশ

প্রথমত, তথ্য সূত্র হিসেবে যে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর নাম না দিয়ে কেবল ফার্সি অনুবাদ দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, অনুরূপভাবে *ধুমকেতু* ছাড়া অন্যান্য পত্রিকার নাম; যেমন, *নবযুগ*, ইত্যাদিরও মূল নামের কেবল অনুবাদ দেয়া হয়েছে (পৃ. ৩৫, ৪০, ৫৭)।

তৃতীয়ত, কোরবানী, মহররম, শাতিল আরব ইত্যাদি আরবি-ফার্সি নাম বিশিষ্ট কবিতা ব্যতীত অন্যান্য যে সব কবিতার নাম গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন বিদ্রোহী, খেয়াপারের তরণী, *বিষের বাঁশি, অগ্নিবীণা*, সিরাজের বুলবুল, *চন্দ্রবিন্দু, প্রলয়শিখা, মৃত্যুক্ষুধা, ঝিলিমিলি, নজরুল গীতিকা*, সন্ধ্যা, চোখের চাতক, ইত্যাদির শুধু ফার্সি অনুবাদ দেয়া হয়েছে (পৃ. ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৫৩)।

এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের উচিত ছিল মূল নামের পাশে ব্রাকেটে ফার্সি অর্থ দিয়ে দেওয়া ; এছাড়াও তথ্যগত বেশ ত্রুটি রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শিক্ষা-দীক্ষা উপশিরোনামে নজরুলের বাবার চাচাতো ভাইয়ের নামের ক্ষেত্রে কাজী বজলে করিমের স্থলে বজলে আহমাদ রয়েছে (পৃ. ২১)।

বিবাহ উপশিরোণামে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, আহলে কিতাবের নিয়মানুযায়ী নজরুলের বিবাহ কার্য সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আহলে কিতাব বলতে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বুঝে থাকে; সুতরাং, নজরুলের বিবাহ ইহুদী কিংবা নাছারাদের নিয়মে হয়েছিলো বলেই বইটির পাঠক বিভ্রান্ত হবেন (পৃ. ৩২)।

বিদ্রোহী নজরুল উপশিরোনামে কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা রাশিয়ায় আশ্রয় লাভ করেন বক্তব্যে কামাল পাশা [রফিকুল ইসলাম ১৯৯১ : ৬৮] এর স্থলে জামাল পাশা; একইভাবে কামাল পাশা ও আনোয়ার পাশা রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের ক্ষেত্রে সবুজ সংকেত লাভ করেন এবং কামাল পাশা তুর্কীতে ফেরার পথে বক্তব্যে উভয় কামালের স্থলেই জামাল আনুবাদ হয়েছে (পৃ. ৩৪)।

রাজনীতির ময়দানে কবি উপশিরোনামে "The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress" "ইংরেজি অনুবাদকে ল্যাটিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ৪৫)।

নজরুল ইসলামের জীবনে বুলবুল উপশিরোনামে *রুবাইয়্যাৎ-ই হাফিজের* অনুবাদ প্রসঙ্গে নজরুলের নিজস্ব বক্তব্যে "যেদিন শেষ হলো" অংশে ব্রাকেটে *রুবাইয়াত-ই-হাফিজের* স্থলে *দীওয়ানে হাফিজের* উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ৪৭)।

নজরুলের জাতীয় সংবর্ধনা উপশিরোনামে সন্দ্বীপ-এর স্থলে সন্দ্বীফ এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায়-এর স্থলে প্রপুল্লা চনদর রায় উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ৫২)।

এছাড়াও বুলবুলকে সম্বোধন করে নজরুলের বক্তব্যের অনুবাদের ক্ষেত্রে গরমিল হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

> বাবা বুলবুল
> তোমার মৃত্যু শিয়রে বসে 'বুলবুল-ই-সিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ। যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর [রফিকুল ইসলাম ১৯৯১ : ৬৮]।

ফার্সি অনুবাদের সরল বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ :

আমার ছেলে বুলবুল! তোমার জীবদ্দশায়, শিরাজের বুলবুলের রুবাইয়াতের অনুবাদ শুরু করি। যেদিন অনুবাদ শেষ করলাম, সেদিন তুমি হে আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ, যে জমিনে তুমি গিয়েছে, বুলবুলিদের বাগান কি ইরানের চেয়েও সুন্দর।'

এখানে লক্ষনীয় যে, অনুবাদক মূলভাবের ক্ষেত্রেও স্বাধীনভাবে রদবদল ঘটিয়েছেন।

নজরুলের *রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম*-এর ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতিতে "আমি ওমরের রুবাইয়াত বলে প্রচলিত প্রায় এক হাজার রুবাই থেকে কিঞ্চিদধিক দু'শ রুবাই বেছে নিয়েছি" [রফিকুল ইসলাম ১৯৯১ : ১৯৫] এর অনুবাদ হয়েছে এভাবে : "আমি ওমরের নামে বাজারে দেখা যায় এমন দু'হাজার রুবাই থেকে কমবেশি দু'শো রুবাই বেছে নিয়েছি (পৃ. ৫৫)।

নির্বাচিত কবিতা অংশ

কবিতা মুলত ভাবের প্রকাশ। কবিতা হৃদয় ও মনের সঙ্গে মনোজগতের সামন্তরিক চিন্তা-দর্শনের ফলশ্রুতি। এ জন্য বলা হয় কবিতার কোনো অনুবাদ করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের ধূমকেতু নজরুলের কবিতার অনুবাদ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী পদক্ষেপ। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের সুবিধার্থে কবিতা অংশের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম কবিতা :

মূল শব্দ (ফার্সি)	অনুদিত শব্দ (বাংলা)
ডঙ্কা (কোস)	নেদা (আহ্বান)
আমীর (আমীর)	গানী (ধনী)
ফকীর (ফাকীর)	দরভেশ (দরবেশ)
বাণী (পায়াম)	এ'লাম (ঘোষণা)

উল্লেখ্য যে, খুর্শিদ একটি ফার্সি শব্দ। আধুনিক ফার্সিতেও সূর্য অর্থে ইরানে এ শব্দটির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে; কিন্তু অনুবাদক এ শব্দের (ইংরেজি প্রভাবিত ফার্সি) সাম্বল অনুবাদ করেছেন যার অর্থ নমুনা। অনুরূপ মুর্শিদ, আল্লাহু আকবার, আমীর ও ফাকীর এর ক্ষেত্রেও একইভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। "আল্লাহু আকবার ধ্বনির" ক্ষেত্রে তাকবীর ধ্বনির ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন ছিলো বলে মনে হয় না। উপরন্তু এভাবে নজরুলের প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

এছাড়াও "কেহ নয় উচ্চ কেহ নীচ, এখানে সমান সবাই"-এর অনুবাদ হয়েছে এরূপ "কেহ অধিকতর বড় নয় আমরা সমান"।

দ্বিতীয় কবিতা :

প্রথম চরণেই "ফুটলোরে ফুল" এর স্থলে "ফুটলো রে" ছাপা হয়েছে।

"সে ফুল ধরতে বুকে দোলেরে ডালপালা" চরণে "বুকে" শব্দের অনুবাদ হয়নি এবং রসিক ভোমরাকে রসিক মৌমাছি হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা)-এর নামের বিশেষণ ফার্সি শব্দ কমলীওয়ালাকে মোজাম্মেল হিসাবে আরবী অনুবাদ করে নীচে টীকায় মোজাম্মেল এর ব্যাখা দেওয়া হয়েছে। এখনে নজরুলের ব্যবহৃত ফার্সি শব্দ কমলীওয়াকে ব্যবহার করে নীচে টীকায় অনুরূপ ব্যাখ্যা দেয়া উচিত ছিল। "গুলে লালা" (টিউলিপ ফুল) অতীতে তো বটেই, বর্তমানেও ইরানে কাব্যে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ; অথচ এর অনুবাদ করা হয়েছে "গুলো রাঙীন ভা জীবা" (রঙিন সুন্দর ফুল)। ফুল স্বভাবতই সুন্দর ও রঙিন হয়। সুতরাং এর দ্বারা কোনো পাঠকের পক্ষে নজরুলের 'গুলো-লালা' বোঝা সম্ভব নয়।

তৃতীয় কবিতা :

মধু পুর্ণিমারই সেথা চাঁদ দোলে। যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে"

চরণদ্বয়ের সেথা ও রাঙা শব্দ দু'টির অনুবাদ হয়নি।

"মানুষের লাগি চির-দীন বেশ নিল যে জন"-এর "পার্থিব জীবনে ফকিরী (দরিদ্রতা) গ্রহণ করলো যে জন" অনুবাদ করা হয়েছে।

বাদশা শব্দটি ফার্সি হওয়া সত্ত্বেও এর অনুবাদ করতে গিয়ে একে গানি বা ধনার্ঢ্য এবং অনুরূপ ফকিরকে দরবেশ অর্থে রূপান্তর করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই বলেছি, দরবেশ এবং ফকির এক নয়; নজরুল নিজেই বলেছেন "ফকির দরবেশ বাদশা চাহে করতে গলে মালা" অনুরূপ বাদশার অনুবাদ ধনাঢ্য হতে পারে না।

চতুর্থ কবিতা :

"মানুষের ব্যথা অভাবের কথা ভাবিবার কেহ নাই," এখানে 'ভাবিবার' স্থলে 'বলিবার' অনুবাদ হয়েছে এবং পরবর্তী দু'লাইনের মুসলিম, সদাই, শ্রমিক ও চাষী এ চারটি শব্দের মোটেই অনুবাদ হয়নি।

পঞ্চম কবিতা :

"ইসলামেরই দীন-ই-ডঙ্কা বাজল প্রথম যে দেশে" চরণে যে দেশের স্থলে যেখানে লেখা হয়েছে এবং "দীন-ই-ডঙ্কা"-এর অনুবাদ হয়নি। মাজার শরীফ ব্যবহার করে নজরুল মহানবী (স)-এর কবরের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন অনুবাদক এ দু'টি শব্দ ফার্সী হওয়া সত্ত্বেও 'মাজার'-এর স্থলে কবর লিখেছেন এবং শরীফ শব্দটি পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন।

ষষ্ঠ কবিতা :

প্রথম দু'চরণের "নিদ-মহলার" ও "অতীত-রাতের" অনুবাদ হয়নি। "আসল ছুটে "হাসীন উষা" "নও-বেলালের" শিরীন সুরে"

এখানে হাসীন ও নও দু'টি শব্দ আধুনিক ফার্সিতে বহুল ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদে বাদ দেয়া হয়েছে এবং অনুরূপভাবে নজরুলের শিরীন (সুমিষ্ট) এবং সুরখ (লাল) ফার্সি শব্দদ্বয়ের স্থলে দিলনেশীন (মনোমুগ্ধকর) ও তাবনাক (উজ্জ্বল) ব্যবহার করা হয়েছে।

সপ্তম কবিতা :

"বিদায় বেলায় সন্ধ্যা তারা পূবের অরুণ রবি" চরণের যে অনুবাদ করা হয়েছে তার সরল অর্থ হচ্ছে "উদীয়মান সূর্য।"

"অসিতে মোর বাজাও বাঁশি" এর অনুবাদ করা হয়েছে "আমার অস্তিত্বের গীটারে অস্তিত্বের গীত গাও," কিন্তু নজরুল এখানে স্বীয় ক্ষুরধার কলমের কথা বলেছেন।

অষ্টম কবিতা :

গভীর অভিমান এর মর্মজ্বালা এবং "ফোটাব মোর প্রাণ"-এর প্রাণের বিচ্ছেদ অনুবাদ করা হয়েছে। "উঠবে করে স্নান" এর ধৌতকর অনুবাদ করা হয়েছে।

নবম কবিতা :

"হারানো মোর বুকের প্রিয়া" এর হারানো মোর প্রিয়া অনুবাদ করা হয়েছে "নিশি-শেষে" এর অর্ধরাত্রি এবং "চির- বিদায়" ছেড়ে গেলে অনুবাদ করা হয়েছে।

"কুসুমে কীট বাসা বাঁধে" এর ফুলে প্রজাতি জায়গা করে নেয় অনুবাদ করা হয়েছে।

দশম কবিতা :

"চাই না বেহেশ্‌ত খোদার কাছে" এর খোদার কাছে অংশটির অনুবাদ হয়নি। "লভিল মজনু খেতাব"-এর খেতাব শব্দটি ফার্সি। এতদসত্ত্বেও এর স্থলে নাম ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ ফার্সিতে তো বটেই বাংলা ভাষায়ও খেতাব এবং নাম এক অর্থে ব্যবহার হয় না।

একাদশ কবিতা :

"যার দ্বীন দ্বীন রবে কাঁপিতো দুনিয়া জ্বীন-পরী ইনসান" চরণটিতে "যার দ্বীন রবে" এর ক্ষেত্রে যার তাওহীদের রবে অনুবাদ করা হয়েছে এবং ইনসান শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছে।

"ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা" চরণে ত্রিভুবনে শব্দটিরও অনুবাদ করা হয়নি।

ত্রয়োদশ কবিতা :

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল।
আজো তার ফুল কলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল।"

এ দু'টি চরণের নিম্নরূপ অনুবাদ করা হয়েছে :

"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে দোল
ফুলকলিরা এখনও ঘুমিয়ে আছে।"

"ভাঙ্গলো রে কপোল" এর "গণ্ডযুগল রঙিন হবে" অনুবাদ করা হয়েছে :

চতুর্দশ কবিতা :

"আরাফাত ময়দান হতে তারি তকবীর শোনা যায়" চরণে 'ময়দান' ফার্সি হওয়া সত্ত্বেও এর স্থলে সাহ্‌রা ব্যবহার করা হয়েছে।

"যে দেশের পাহাড়ে মূসা" এর "যেখানে মূসা" অনুবাদ হয়েছে এবং "রবনা পড়িয়া হেথায়" মোটেই অনুবাদ হয়নি।

অনুরূপ নবম, এগার ও বার সংখ্যক চরণেও "দেশের" স্থলে "যেখানে" লিখা হয়েছে।

এছাড়াও "খেলেছে যেথায় ফাতেমা, খেলেছে হাসান ও হোসেন" চরণের "যেখানে ফাতেমা (রা) জীবনযাপন করেছেন এবং জাহ্‌রার সন্তানদের (হাসান ও হোসাইন) খেলার জায়গা ছিলো" অনুবাদ করা হয়েছে।

পঞ্চদশ কবিতা :

"ওয়া হোসেনা ওয়া হোসেনা তারি মাতম শোনা যায়" অনুবাদে এ চরণ বাদ পড়েছে। মা ফাতেমার অনুবাদে মা আসেনি। অনুরূপভাবে কুল মাখ্‌লুক ও লালে লালও বাদ পড়েছে এবং শোক মরু সাহারায়-এর মরুভূমি রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে অনুবাদ হয়েছে। "আসগরের ঐ কচি বুকে তীর দেখে" এর "কচি শরীর বিশিষ্ট আসগরের গলায় তীর দেখে" অনুবাদ হয়েছে।

ষোড়শ কবিতা :

"খোদার রাহে আনল যারা দুনিয়া না ফরমান" এর অনুবাদ করা হয়েছে "যারা দুনিয়াকে আল্লাহর জন্য অবরোধ করেছে।"

"যাদের নবী কমলিওয়ালা শাহানশাহ হয়ে/আজকে তারা বিলাস ভোগের খুলেছে দোকান" এর অনুবাদ সম্পূর্ণরূপে ভুল : যেমন, তোমাদের রাসূল জগতের

বাদশাহ ছিলেন। দেহে সাদাসিদে খিরকা পড়তেন। এখন তোমরা আরাম আয়েশ ও বিলাস ভোগে লিপ্ত।" এখানে শাহানশাহ বলতে নবীর উম্মতকে বুঝানো হয়েছে, অথচ অনুবাদে স্বয়ং নবীকেই শাহানশাহ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় কবিতায় কমলিওয়ালার অনুবাদে আবারও "মোজাম্মেল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে লক্ষণীয় যে, এখানে একই শব্দের অর্থে নবীকে আবার খিরকা (সূফী) দরবেশদের চটজাতীয় মোটা কাপড় (বিশেষ) পরিধানকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কমলিওয়ালা বলতে মূলত কম্বল আবৃত অবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে। পবিত্র কোরআনে এ অবস্থাকে "মোজাম্মেল" বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাছাড়াও রাসূলে করিম (সাঃ) কখনও "খিরকা" পড়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"সিংহ শাবক ভুলে আছিস শৃগালের দলে"-এর স্থলে অনুবাদে বলা হয়েছে 'যুদ্ধ বিস্মৃত হয়েছো'।

অষ্টাদশ কবিতা :

"গাই তারি গান পথ বেভুল" এর ঠোটে খোদার গান অনুবাদ করা হয়েছে।

"আমার মনের মসজিদে" এর স্থলে আমার প্রাণের মেহরাবে অনুবাদ হয়ছে। "প্রাণের লওহে" এর স্থলে মনের লওহে অনুবাদ হয়েছে। রোজ কিয়ামত এবং পুল-সিরাত দু'টিই ফার্সি শব্দ; অথচ রোজ এবং পুল শব্দ দু'টি অনর্থকভাবে ফেলে দেয়া হয়েছে।

উনবিংশ কবিতা :

"ভুলিতেছে মাঝি পথ" এর অনুবাদ করা হয়েছে 'কাণ্ডারী পথ কোথায়'।

"মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান' এর অনুবাদ হয়নি; "যুগ যুগান্ত সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান" চরণে অভিযানের স্থলে যুদ্ধ অনুবাদ হয়েছে।

"সন্তান মোর মার" এর অনুবাদ করা হয়েছে 'সবাই একই মা থেকে'।

"পশ্চাৎ পথ যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ" এর অনুবাদ হয়েছে 'যাত্রীরা সন্ধিহান"।

"ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর" এর অনুবাদ হয়েছে "ভারতের দিবাকরও ডুবিয়াছে"।

চার

গ্রন্থটিতে কবিতার অনুবাদে দুর্বলতা রয়েছে। কেননা বইটি সম্পাদনার দায়িত্ব প্রাপ্ত ড. কাহ্দূয়ী ফার্সি ভাষী লোক এবং তিনি বাংলা জানেন না। আমরা আশা করি বইটি পূর্ণাঙ্গভাবে ত্রুটিমুক্ত করে ইরানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ফার্সি ভাষা-ভাষীদের

নিকট আমাদের জাতীয় কবিকে যথাযথভাবে পরিচিত করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

আবু মূসা মো. আরিফ বিল্লাহ ১৯৯৩ — *খাদমাতে দানোশমানদানে শিবহে কারেহ্ বে যবান ভা আদারিয়্যাতে ফার্সি*। ইসলামাবাদ : ইরান-পাকিস্তান ফার্সি গবেষণা কেন্দ্র।

আলী ইবনে মুহম্মদ ইবনে বালা'মী ১৯৬২ — *তারিখে বালা'মী*। তেহরান।

ইবনে বালখী — *ফারেসনামা*।

মাজমালুত্তাওয়ারিখ ১৯৩৯ — *মালেকুশশুয়ারা বাহার*। তেহরান।

রফিকুল ইসলাম ১৯৯১ — *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*। কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী।

সালিম নেসারি ১৩২৮ (হিজরি) — *তারিখে আদবিয়্যাতে ইরান*। তেহরান।